মেহেরপুরের রাইপুরে এম এ এস ইমনের উদ্যোগে বুকলেট বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার খন্দকারপাড়া ও রাইপুরে তরুন রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের উদ্যোগে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে আওয়ামী লীগ নেতা এস এম ফরিদ আহমেদের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা এ বুকলেট বিতরণ করেন।

এসময় শিশির অরুপ, ফারুক হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, বেলায়েত হোসেন, রাশিদুল হাসান, সাজিদ হোসেনসহ নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

রাধাকান্তপুরে অবকাঠামো উন্নয়ন পরিদর্শন ও পথসভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিদর্শন ও নৌকার পক্ষে কাজ করার জন্য গনসংযোগ করেছে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

এসময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বাংলাদেশ সরকারের সাফল্য ও জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে তার নির্বাচনী এলাকার রাধাকান্তপুর গ্রাম অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পায়ে হেঁটে সমস্ত গ্রাম ঘুরে দেখেন এবং সাধারন জনগনের সাথে কথাকপোথন করেন। এ সময় গ্রামের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়িসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি।

গনসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজাহান আলী, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান,

আমদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি এনাম হোসেন বকুল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন সহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ।

৮ মাস পার, হয়নি জেলা আওয়ামী লীগের পুর্ণাঙ্গ কমিটি

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন শেষ হয়েছে ৮ মাস আগে। সম্মেলনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৮ পদের নাম ঘোষনা করা হয়। তবে এখনো পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সম্মেলনও শেষ হয়েছে। তবে শিঘ্রই পুর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা কেন্দ্রে জমা দেওয়া হবে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ১৬ মে মেহেরপুর ড. শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আ.ফ.ম বাহাউদ্দিন নাসিম, খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক উপ্◌িস্থত ছিলেন। সম্মেলন শেষে আ.ফ.ম বাহাউদ্দিন নাসিম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৮ সদস্যর কমিটি ঘোষণা করেন।

কমিটিতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপিকে পুনরায় সভাপতি ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান পুনরায় সাধারণ সম্পাদক করা হয়। একই সঙ্গে সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মিয়াজান আলী, শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, আব্দুস সালাম বাবলু বিশ্বাস, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক

আব্দুল মান্নানকে সহ-সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসকে সহসভাপতি এবং এ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একই দিনের জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীনকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, নতুন কমিটি ৮ মাস পার করলেও দিবস পালন ছাড়া দলীয় কোন কর্মসূচী করতে দেখা যায়নি। দিবসগুলোও পালন হয়ে থাকে পৃথক পৃথক স্থানে ব্যক্তি কেন্দ্রীক। একই অভিযোগ করেছেন জেলা কমিটির নতুন একাধিক সদস্যও। তাদের দাবী সবার মতামতের ভিত্তিতে দ্রুত পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল করা।

এ ব্যাপারে জেলা কমিটির সহ-সভাপতি এ্যাড মিয়াজান আলী বলেন, ৮ মাস আগে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৮ সদস্যর কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর পর থেকে আমাদের নিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের কোন মিটিং করা হয়নি। ফলে সাংগঠনিক কার্যক্রম একেবারেই স্থবির হয়ে আছে। শুনেছি কমিটির জন্য খসড়া তালিকা করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে আমার কোন মতামত নেওয়া হয়নি। তবে সবার মতামতের ভিত্তিতে কমিটি করা হলে রাজনৈতিক ঐক্যতা বজায় থাকবে এবং দলীয় কার্যক্রমে গতি আসে।

মিয়াজান আলী বলেন, আগেও সম্মেলনের ৪৫দিনের মধ্যে পুর্নাঙ্গ কমিটি করার জন্য মৌখিক নির্দেশনা ছিলো। এবার তা গঠনতন্ত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে ৪৫ দিনের মধ্যে কমিটির করার বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে।

জেলা আওয়ামী লীগের আরেক সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, কয়েকটি দিবস পালন ছাড়া জেলায় আওয়ামী লীগের দলীয় কোন কার্যক্রম হয়নি। সাংগঠনিক কার্যক্রম পুরোই স্থবির হয়ে আছে। যা পালন করা হয় তা ব্যক্তি কেন্দ্রীক। পুর্নাঙ্গ কমিটি না হলে দলীয় কার্যক্রম গতিশীল হবে না। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে পুর্ণাঙ্গ কমিটি করবেন এটাই নিয়ম। আমরা অপেক্ষায় আছি এ বিষয়ে সভাপতি ও সেক্রেটারী কোন মতামত নেন কিনা। তার আগে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করছি না। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক দুজনের সাথে আমার কথা হয়েছে মেহেরপুর থেকে কোন কমিটি জমা হয়নি বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, সভাপতি-সেক্রেটারী কমিটির অন্যান্য সদস্যদের

সাথে মতামত নিয়ে এ পুর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করবেন এটাই হওয়ার কথা। যদি তারা আমাদের মতামত না নিয়ে কমিটি জমা দেন, তখন আমরা কেন্দ্রে আমাদের মতামত জানাবো।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ এম এ খালেক বলেন, ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পুর্ণাঙ্গ কমিটির জন্য খসড়া তালিকা তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনের ৪৫ দিনের মধ্যে জেলা কমিটি জমা দেওয়ার কথা। খুব শিঘ্রই পুর্ণাঙ্গ কমিটির জন্য তালিকা কেন্দ্রে জমা দেওয়া হবে।

নাগদহ ইউপির নির্বাচনে আ’লীগের মনোনয়ন চেয়ে ৫ প্রার্থীর আবেদনপত্র জমা

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের ৫ মনোনয়ন প্রত্যাশি দলীয় মনোনয়ন চেয়ে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ওই ৫ প্রার্থী আবেদনপত্র জমা দেন।

আবেদনপত্র জমাদানকালে উপজেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি মাষ্টার ও সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন।

দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশি প্রার্থীরা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল কুদ্দুসের কাছে আবেদনপত্র জমা প্রদান করেন। দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশিরা হলেন বর্তমান চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হায়াত আলী, আওয়ামী লীগ নেতা বিপুল জোয়ার্দার, উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক খন্দঃ বজলুল করিম ও ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিশর আলী।

আবেদনপত্র জমাদানকালে বিভিন্ন ওয়ার্ডের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকগণ ছাড়াও প্রার্থীদের কর্মি সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য আগামী ১৬ মার্চ এই ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ এলাকায় কম্বল বিতরণ

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশে মেধাবী অতীদরিদ্র শিক্ষার্থীদের এবং চায়ের দোকানদার ও গরীব দুখি মানুষের মাঝে শীতের উপহার কম্বোল বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগনেতা ও বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদের সভাপতি এস এম আল রাতুলের নেতৃত্বে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এসময় বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদ সভাপতি এস এম আল রাতুল জানায়, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপির সহযোগিতায় মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ও কলেজে মেধাবী অতিদরিদ্র শিক্ষার্থীদের এবং কলেজ এলাকার চায়ের দোকানদারসহ পথচারী অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতের উপহার কম্বল দেওয়া হয়।

কম্বল বিতরণ করার সময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পিন্টু মিয়া সাংগঠনিক সম্পাদক রনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমরান মাহমুদ অনিক, সাংগঠনিক সম্পাদক মমিনুর রহমান লোটাস, উপদপ্তর সম্পাদক আশিকুর রহমান প্রজ্জল,উপ-গন শিক্ষা বিষায়ক সম্পাদক বিপ্লব অরবিত রুস্তম, কলেজের শিক্ষার্থীরা।

কোমর ভাঙলেও বিএনপির ষড়যন্ত্র থেমে নেই : তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘সরকারকে ধাক্কা মারতে গিয়ে বিএনপির যে কোমর ভেঙ্গে গেছে, তাদের বর্তমান কর্মকান্ডের মাধ্যমেই তার পরিস্ফুটন হয়েছে। কিন্তু বিএনপির ষড়যন্ত্র থেমে নেই। তাদের ষড়যন্ত্র সবসময় ছিল, এখনও আছে।’

বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতর সম্মেলন কক্ষে ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দীন, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার খালেদা বেগম প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গত ডিসেম্বরের পর বিএনপির কর্মচাঞ্চল্য নেই -এ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি বলেছিল ডিসেম্বর মাসেই সরকারকে বিদায় করে দেবে, সরকারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। কিন্তু সরকারকে ধাক্কা দিতে গিয়ে তারা নিজেরাই পড়ে গেছে। এরপর থেকে তারা এখন হাঁটা শুরু করেছে। বিএনপি অনুধাবন করতে পেরেছে যে, সরকারকে ধাক্কা মারলে লাভ হয় না; সরকারের ভিত, আওয়ামী লীগের ভিত অনেক গভীরে প্রোথিত। আশা করবো বিএনপি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই থাকবে, গণতন্ত্রের পথেই হাঁটবে।’

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি ২০০৮ সালে নির্বাচনে ২৯টি আসন পেয়েছিল, পরে উপনির্বাচনে ৩০টি অতিক্রম করেছে। ২০১৪ সালে নির্বাচন বর্জন করেছিল। ২০১৮ সালে ৬টি আসন পেয়েছিল। আগামী নির্বাচনেও তাদের সম্ভাবনা যে নাই সেটি তারা জানে, জানে বলেই তারা নির্বাচন নিয়ে, নির্বাচনকে বিতর্কিত করার জন্য, নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এবং মানুষকে নির্বাচনবিমুখ করার জন্য নানা ধরণের কথাবার্তা বলছে।’

উকিল আব্দুস সাত্তারকে ধরে রাখতে না পারা বিএনপির ব্যর্থতা

উকিল আব্দুস সাত্তারকে ধরে রাখতে না পারাকে বিএনপির বড় ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান। বিএনপির মহাসচিবের মন্তব্য ‘মাগুরার নির্বাচনকেও হার মানিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নির্বাচন’ এ নিয়ে প্রশ্নে মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘সেখানে যেহেতু আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী ছিল না, সেহেতু আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা যে কাউকেই পছন্দ করতে পারে। সেটি তাদের নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে কারো জন্য কাজ করার দলীয় কোনো নির্দেশনা ছিল না। যে যার পছন্দ মতো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছে। আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসনে আমরা প্রার্থী দেইনি সুতরাং সেখানে উকিল আব্দুস সাত্তার সাহেবকে বিএনপি ধরে রাখতে পারেনি, এটা তো বিএনপিরই বড় ব্যর্থতা।’

পয়লা ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৬ আসনের উপনির্বাচন নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা মাত্র ৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলাম এবং সেই সব আসনে আমাদের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে জয়লাভ করেছে এবং নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়েছে। উপনির্বাচনে সবসময় ভোটার উপস্থিতি কম থাকে। যেখানে এক বছরের কম সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হবে, সেই বিবেচনায় এই উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি খুব কম নয় এবং অত্যন্ত সুষ্ঠু, সুন্দরভাবে নির্বাচন হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০ শতাংশ মানুষ ভোটার হয় না। আবার যারা ভোটার হয় সেখান থেকে অর্ধেক উপস্থিত হয়। সার্বিকভাবে ২৫ শতাংশ ভোট পড়ে সেখানে। সে হিসেবে যেহেতু উপনির্বাচনে এক বছরে কম সময়ের জন্য এমপি নির্বাচিত হবে, সে হিসেবে ভালো হয়েছে।’

‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন
এর আগে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ওপর ৪৫টি ফিচারের সংকলন নিয়ে তথ্য অধিদফতর প্রকাশিত ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দীন এতে অংশ নেন।এ সময় মন্ত্রী বলেন, ‘ভাষার মাস ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় দিনে ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ বইটি প্রকাশ করার জন্য আমি তথ্য অধিদফতরকে ধন্যবাদ জানাই। গত ১৪ বছরে আমাদের দেশের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি বিধায় আমাদের কাছে পরিবর্তনটা এতো বেশি অনুভূত হয় না। একটু পেছনে ফিরে তাকালে অনুধাবন করতে পারি- আমরা কোথায় ছিলাম এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।’

হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আজ থেকে ১৪ বছর আগে ছিলো ৪০ শতাংশ মানুষ আর আজকে শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ১৪ বছর আগে ৪১ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করতো, এখন তা কমে ২০ শতাংশ এবং অতি দরিদ্র ১০ শতাংশ। ১৪ বছর আগে আমরা সব সূচকে পাকিস্তান থেকে পেছনে ছিলাম, ভারত থেকেও পেছনে ছিলাম। এখন সব সূচকে পাকিস্তানকে বেশ আগেই অতিক্রম করেছি, বেশিরভাগ সূচকে ভারতকেও অতিক্রম করেছি। ১৪ বছর আগে আমরা পৃথিবীর ৬০তম অর্থনীতির দেশ ছিলাম, এখন আমরা ৩৫তম। আমরা অর্থনীতির আকারে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরকেও পেছনে ফেলেছি। বাংলাদেশ এখন একটি মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমালোচনা, আলোচনার মধ্যেও দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়টি মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্যে আমি গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানাই।’

মেহেরপুরে ১০ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে জেলা বিএনপির লিফলেট বিতরণ

আগামী ৪ ফেব্রুয়ারী খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে ও বিএনপি ঘোষিত যুগপৎ আন্দোলনে ১০ দাবি বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি।

আজ বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারি) সকালে জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে দলীয় নেতকর্মীদের নিয়ে পথচলতি মানুষ ও বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের লিফলেট বিতরণ করেন।

এসময় জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও জেলা ছাত্রদলের সভাপতি খোরশেদ আলম সহ অন্যান্য অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা বিএপির প্রস্তুতি সভা

সরকারের পদত্যাগ ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন দল-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠাসহ দশ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে প্রস্তুতি সভা।

বুধবার জেলা বিএনপির কার্যালয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দীন।

বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনের সঞ্চালনা করেন। প্রস্তুতি সভায় জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জনগণের কাছে যেতে হলে বিএনপিকে অপরাজনীতির জন্য ক্ষমা চাইতে হবে : তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘বিএনপি জনগণের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আবার জনগণের কাছে যেতে হলে ২০১৩, ১৪ ও ১৫ সালে তারা যে অপরাজনীতি করেছে, পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, সেগুলোর জন্য মানুষের কাছে

ক্ষমা চাইতে হবে।’

মঙ্গলবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রামের হোটেল রেডিসন ব্লু বে ভিউতে চট্টগ্রামে মেট্রোরেল নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা শেষে সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এ কথা বলেন। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবিএম আমিন উল্লাহ নূরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচি নিয়ে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘সম্ভবত: বিএনপির দম ফুরিয়ে গেছে, এজন্য হাঁটা শুরু করেছে। তারা তো আগে মিছিল করতো, এখন মিছিলের পরিবর্তে হাঁটা শুরু করেছে। বিএনপি যে পদযাত্রা শুরু করেছে সম্ভবত তারা কারো কাছ থেকে নকল করছে।’

‘তবে বিএনপি পদযাত্রা করুক আর যেই যাত্রায় করুক না কেন, তাদের এই যাত্রায় জনগণ তো দূরের কথা তাদের সাধারণ কর্মীরাও পদযাত্রায় শামিল হয়নি’ বলেন ড. হাছান।

বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রসঙ্গে ড. হাছান আবারও বলেন, ‘এই দেশে আর কখনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবেনা। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কন্টিনেন্টাল ইউরোপ, জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ সমস্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় সেভাবেই নির্বাচন হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের সব দেশেই যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তারাই নির্বাচনকালীন সময়ে দায়িত্ব পালন করে। আমাদের দেশেও তাই করবে।’

তিনি বলেন, ‘বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাই নির্বাচনকালীন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন। তার সরকারই তখন নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এবং নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে। বিএনপির এই পদযাত্রা, কিংবা কদিন পরে ‘বসার যাত্রা’ করবে- যে যাত্রাই করুক না কেন, কোনো লাভ হবেনা।’

তবে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আশাপ্রকাশ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা চাই বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ

করুক। প্রতিদ্বন্দ্বিতাতাপূর্ণ একটি সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষ আগামী দিনের সরকার পছন্দ করুক সেটিই আমরা চাই।

এর আগে চট্টগ্রামে মেট্রোরেলের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘আজকে চট্টগ্রামবাসীর জন্য একটি শুভদিন, আনন্দের দিন। কারণ চট্টগ্রামে মেট্টোরেল হবে চট্টগ্রামের মানুষও অনেকে ভাবেনি, এটি আমার জন্যও আনন্দের দিন। বেশ কয়েকবছর ধরে চট্টগ্রামে মেট্টোরেল নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর কাছে বহুবার নিবেদন করেছি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আজকে কোরিয়ান সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ফিজিবিলিটি স্টাডি শুরু হতে যাচ্ছে।’

চট্টগ্রামকে নান্দনিক শহর উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামের উন্নয়নকে যে কি পরিমাণ গুরুত্ব দেন, সেটি একটি প্রজেক্টের কথা আলোচনা করলেই বুঝতে পারবেন। জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য তিনটা প্রজেক্ট মিলিয়ে ব্যয় ১.২ মিলিয়ন ডলার তিনি দিয়েছেন। সেই কাজগুলো চলছে, তিনটা প্রজেক্টের কাজের সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। সেই প্রজেক্টগুলো যদি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়, আমি আশা করি আগামী বছর থেকে চট্টগ্রাম শহরে পানি উঠবেনা।

তিনি বলেন, অনেকগুলো পাহাড় কাটা হয়েছে, পাহাড় কাটার কারণে নান্দনিকতা নষ্ট হয়েছে, পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরকে আরো নান্দনিক করার ক্ষেত্রে মেট্রোরেল প্রজেক্টটি অত্যন্ত সহায়ক হবে। এই শহরের লোক সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। আগামী পাঁচ-দশ বছর পরে এই শহরের লোকসংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এই শহর ঘনবসতিপূর্ণ শহর। সুতরাং এখানে মেট্রোরেলের কোন বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি ঝাং কিউন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ রওশন আরা মান্নান, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী, ইআরডি সচিব শরিফা খান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এম জহিরুল আলম দোভাষ, ডিটিসিএ’র নির্বাহী পরিচালক সাবিহা পারভীন ও কোইকা বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইয়াং আহ দোহ।

অনুষ্ঠানে জানানো।হয়, কোরিয়ান পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কোইকা এই

সম্ভাব্যতা যাচাই করবে। ৭০ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত এই স্টাডিতেই চট্টগ্রামে মেট্রোরেলের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার উপযোগিতা, মেট্রোরেলের রুটসহ নানা বিষয় উঠে আসবে। একই সাথে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কত অর্থের প্রয়োজন তারও হিসাব দেবে কোইকো।

জীবননগরে উথলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা

আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন কে সামনে রেখে জীবননগর উপজেলায় ১ নং উথলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বিকালে ৩ টায় উথলী ডিগ্রি কলেজ মাঠে এই বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ধিত সভায় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে দলীয় মনোনয়নের জন্য ৪ জনের নাম চুড়ান্ত করা হয়। দলীয় মনোনয়নের জন্য উথলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান,সাধারণ সম্পাদক মোবারক সোহেল আহম্মেদ প্রদীপ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য আবজালুর রহমান ধীরু ও ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক লিমন ফেরদৌস লিয়ন এর নাম উপজেলা আওয়ামী লীগের কাছে পাঠানো হয়েছে।

সভায় দল থেকে যাকে মনোনয়ন দিবে তার পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেয় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

উথলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি দাউদ হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোবারক সোহেল আহম্মেদ প্রদীপ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবলীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল মান্নান পিল্টু, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক সালাউদ্দীন কাজল, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর

রহমান,ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা আবু জাফর,লুৎফর রহমান লুতু,আতিকুর রহমান আতিক,আবুল কালাম কলম,আলমগীর হোসেন, ওবাইদুর রহমান,আমিনুল ইসলাম, আবিদ হোসেন, ফরহাদ হোসেন, সাইফুল ইসলাম, সরফরাজ হোসেন সহ অনেকে।